বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের উন্নয়ন

পৃথিবীর অন্যান্য কল্যাণ রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশ সরকারও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সুদৃঢ় করণের লক্ষ্যে দেশের অনগ্রসর, বঞ্চিত, অসহায়, প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক এবং জন্মগতভাবে কিংবা অন্য যেকোন কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ, উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও ক্ষমতায়নের জন্য বহুমাত্রিক সেবা প্রদান করছে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

- অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১০ লক্ষে এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৫.৪৫ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে;
- প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধী শিশুকিশোরদের শিক্ষা লাভের সহায়তা হিসেবে প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের উপবৃত্তির হার বাড়িয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা হতে ৭৫০ টাকায়, মাধ্যমিক স্তরে ৭৫০ টাকা হতে ৮০০ টাকায় এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৮৫০ টাকা হতে ৯০০ টাকায় বৃদ্ধি; এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ৯০ হাজার হতে এক লক্ষে বৃদ্ধি করা হয়েছে;
- ভাতার হার ও ভাতাভোগীর সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমকে লক্ষ্যভিত্তিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার জন্য তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক সংস্কার কার্যক্রমে জি-টু-পি (Government to Person) পদ্ধতি প্রবর্তন করে প্রতিবন্ধী ভাতা বিতরণ করা হয়েছে;
- শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিআরটিসি বাসে আরোহন ও অবতরণ সুবিধা প্রদানের জন্য কয়েকটি বাস স্টপেজে পোর্টেবল র‍্যাম্প চালু করা হয়েছে;
- দেশব্যাপী প্রতিবন্ধিতা জরিপ শেষে শনাক্তকৃত সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য Disability Information System (DIS) নামক তথ্য ভান্ডারে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। এ তথ্যভান্ডার ব্যবহার করে পর্যায়ক্রমে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে। প্রতিবন্ধিতার মাত্রা ও ধরণ অনুযায়ী চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে উন্নয়ন কার্যক্রমের পুনর্বিন্যাস এবং নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে;
- শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মৃত্যুর পর তাদের প্রতিবন্ধী সন্তানকে আজীবন মাসিক চিকিৎসা ভাতা ও বছরে ২টি উৎসব ভাতা প্রদানের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপর কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন সেবা গ্রহণে সুবিধা পান তা নিশ্চিত করার জন্য, যে সকল চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যাতায়াত ও সেবা গ্রহণে বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা রাখবে না তাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৫ শতাংশ হারে কর আরোপের বিধান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ কর বছর হতে এর আওতা বাড়িয়ে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও এনজিওতে এ বিধান আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যাতে সুবিধা স্থাপনের প্রয়োজনীয় সময় পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে ২০২০-২১ কর বছর হতে নতুন আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ বিধান কার্যকর হবে; এবং

- প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি, প্রতিবন্ধী সেবা সহায়তা ও প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। দেশের সকল অনগ্রসর, বঞ্চিত, অসহায়, অটিস্টিক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ঋণ ও অনুদান কার্যক্রম, প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ ওয়ানস্টপ থেরাপি সার্ভিস, Disability Job Fair আয়োজন, দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিবন্ধীদের ব্যবসা ও উৎপাদনশীল কাজে লাগাবার লক্ষ্যে একটি পৃথক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাজেট বরাদ্দ করা হবে।

প্রতিবন্ধী উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত দুটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বছরওয়ারী তথ্যাদি উল্লেখ করা হলো:

(ক) অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম

বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের অনগ্রসরতা, অসহায়ত্ব, বেকারত্ব ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়। অস্বচছল প্রতিবন্ধীদের ভাতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে ভাতার হার, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

অর্থবছর	ভাতার হার (টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০০৫-০৬	২০০/-	১.০৪	২৫.০০
২০০৬-০৭	২০০/-	১.৬৭	৪০.০০
২০০৭-০৮	২২০/-	২.০০	৫২.৮০
২০০৮-০৯	২৫০/-	২.০০	৬০.০০
২০০৯-১০	৩০০/-	২.৬০	৯৩.৬০
২০১০-১১	৩০০/-	২.৮৬	১০২.৯৬
২০১১-১২	৩০০/-	২.৮৬	১০২.৯৬
২০১২-১৩	৩০০/-	২.৮৬	১০২.৯৬
২০১৩-১৪	৩০০/-	৩.১৫	১৩২.১৩
২০১৪-১৫	৫০০/-	৪.০০	২৪০.০০
২০১৫-১৬	৫০০/-	৬.০০	৩৬০.০০
২০১৬-১৭	৬০০/-	৭.৫০	৫৪০.০০
২০১৭-১৮	৭০০/-	৮.২৫	৬৯৩.০০
২০১৮-১৯	৭০০/-	১০.০০	৮৪০.০০
২০১৯-২০	৭৫০/-	১৫.৪৫	১৩৯০.৫০

১.০৪ লক্ষ প্রতিবন্ধীকে ২০০.০০ টাকা হারে ২০০৫-০৬ সালে ভাতা প্রদানের জন্য ২৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। ২০০৯-১০ সালে উক্ত ভাতা বৃদ্ধিপূর্বক ৩০০.০০ টাকা হারে ২.৬০ লক্ষ প্রতিবন্ধীকে প্রদানের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধিপূর্বক ৯৩.৬০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। ২০১৪-১৫ সালে ভাতার হার বৃদ্ধিপূর্বক ৫০০.০০ টাকা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪.০০ লক্ষ ও মোট বরাদ্দ ২৪০.০০ কোটি টাকা রাখা হয়। বর্তমান ২০১৯-২০ অর্থবছরে জনপ্রতি ভাতার হার ৭৫০.০০ টাকা করা হয় এবং সেসাথে উপকারভোগীর সংখ্যা ১৫.৪৫ লক্ষে এবং মোট বরাদ্দ ১৩৯০.৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়।

(খ) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধী শিশুকিশোরদের শিক্ষা লাভের সহায়তা হিসেবে ২০০৭-০৮ অর্থ বছর থেকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নরূপ:

অর্থবছর	উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ জনে)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০০৭-০৮	০.১২	৫.০০
২০০৮-০৯	০.০৩	৬.০০
২০০৯-১০	০.০৬	৮.০০
২০১০-১১	০.১৯	৮.৮০
২০১১-১২	০.১৯	৮.৮০
২০১২-১৩	০.১৯	৮.৮০
২০১৩-১৪	০.১৯	৯.৭০
২০১৪-১৫	০.৫০	২৫.৫৬
২০১৫-১৬	০.৬০	৪১.৮৮
২০১৬-১৭	০.৭০	৪৭.৮৮
২০১৭-১৮	০.৮০	৫৪.৫০
২০১৮-১৯	০.৯০	৮০.৩৭
২০১৯-২০	১.০০	৯৫.৬৪

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় ২০০৭-২০০৮ সালে ১২ হাজার প্রতিবন্ধীকে উপবৃত্তি প্রদানের জন্য ৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, যা ২০১৪-১৫ সালে বৃদ্ধিপূর্বক উপকারভোগীর সংখ্যা ৫০ হাজার এবং বরাদ্দ ২৫.৫৬ কোটি টাকা করা হয়। বর্তমান (২০১৯-২০) অর্থবছরে প্রতিবন্ধী উপবৃত্তি ভোগীর সংখ্যা ১.০০ লক্ষে এবং মোট বরাদ্দ ৯৫.৬৪ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।